সিনিয়র-জুনিয়রের তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই হলের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি)। গত শুক্রবার রাত ১২টা থেকে গতকাল শনিবার ভোর ৪টা, দ্বিতীয় দফায় গতকাল দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়টির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কাজী নজরুল ইসলাম হলের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে ধাওয়াধাওয়ি ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

গত শুক্রবার রাতের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন এবং গতকাল দুপুরের ঘটনায় অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন

পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আজ রবিবার ও আগামীকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের পরীক্ষা স্থগিত করেছে।

এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সাধারণ শিক্ষার্থীরা এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দুষছেন। তাঁরা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ঠিক সময়ে ব্যবস্থা নিলে কুবি ক্যাম্পাসে এ পরিস্থিতি না-ও হতে পারত।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম হলের আবাসিক শিক্ষার্থী (ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগ ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষ) আশরাফুল রায়হান নামাজ পড়তে যাচ্ছিলেন। পথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল গেটের সামনে লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সেলিম আহমেদকে সাইড দিতে বলেন তিনি। এ সময় সেলিম আহমেদের সঙ্গে আশরাফুল রায়হানের ধাক্কা লাগে। নামাজ শেষে এ নিয়ে সেলিম ও রায়হানের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে দুই হলের শিক্ষার্থীরা এ নিয়ে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। পরে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীসহ দুই হলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ নিয়ে হাতাহাতি হয়।

এ ঘটনার রেশ ধরে শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চের সামনে বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্রলীগকর্মী আকরাম হোসেন, সালাউদ্দিন আহমেদসহ আরো কজন কাজী নজরুল ইসলাম হলের ছাত্রলীগের কর্মী ফাহিম আবরারের ওপর হামলা চালান। এরপর রাত ১২টার দিকে বঙ্গবন্ধু হলসংলগ্ন দোকানে কাজী নজরুল ইসলাম হলের ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী রাতের খাবার খেতে যান। এ সময় বঙ্গবন্ধু হল ছাত্রলীগকর্মীদের সঙ্গে তাদের কথা-কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে দুই হলের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে ধাওয়াধাওয়ি শুরু হয়। এ সময় ইটপাটকেল নিক্ষেপ, ককটেল বিস্ফোরণ ও লাঠিসোঁটা নিয়ে ধাওয়াধাওয়ির ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত ১৫ জন শিক্ষার্থী আহত হন। খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী ওমর সিদ্দিকী, হল প্রশাসন ও পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এদিকে এ ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে গতকাল দুপুরে ফের সংঘর্ষে জড়ান ওই দুই হলের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। গতকাল দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত দফায় দফায় সংঘর্ষে আহত হয়েছেন আরো অন্তত ৩৫ জন।

পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে নজরুল হলের ছাত্রলীগ নেতা তানভীর আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে একটি রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খেতে গেলে বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাঁর ওপর হামলা চালান। এতে গুরুতর আহত হন তানভীর। এই হামলার জবাবে নজরুল হলের নেতাকর্মীরা লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে প্রধান ফটকে গেলে দুই হলের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে

আবারও সংঘর্ষ বাধে। এ সময় দুই হলের নেতাকর্মীরা বাঁশ, গাছের ডাল, রড ও ইটপাটকেল ছুড়তে থাকেন। পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে প্রক্টর কাজী ওমর সিদ্দিকী পুলিশের সহযোগিতা চান। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে বিকেল ৪টার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাদেত মো. সায়েম, বঙ্গবন্ধু হলের সাধারণ সম্পাদক খাইরুল বাশার সাকিব, ছাত্রলীগ কর্মী কাউছার, সেলিম, মীরহাম, রাশেদ, পাপন, বিজয়, কাজী নজরুল ইসলাম হলের বায়েজিদ আহমেদ বাপ্পী, ফয়সাল, কামরুল, সাগর দেবনাথ, এমরান, আশিক, জামান, জয়রাজ, তানভীর, নাহিয়ান, নাজিমসহ দুই পক্ষের অন্তত ৩৫ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) মূল ফটকের দক্ষিণ পাশের মোড়, সেখান থেকে শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হল, কাজী নজরুল ইসলাম হল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের সড়কে লাল ইটের টুকরা, ভাঙা বোতল আর ভাঙা গাছের ডালে সয়লাব। সড়ক দিয়ে গাড়ি পার হতে সমস্যা হচ্ছিল। আগের রাতের ঘটনার জেরে গতকাল দুপুরে ফের বিশ্ববিদ্যালয়টির কাজী নজরুল ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের আবাসিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

এ ঘটনার জন্য কুবির সাধারণ শিক্ষার্থীরা দুষছেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, গতকালের ঘটনাটি ঘটেছে প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে। শুক্রবার রাতে কুবিতে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হলে এমন ঘটনা ঘটত না।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ইলিয়াস হোসেন সবুজ বলেন, ‘এমন সংঘর্ষ আমাদের এই কমিটির সময়ে এই প্রথম। হয়তো এটা আমাদের ব্যর্থতা। দুই হলের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আমি ঘটনার বিস্তারিত জেনেছি। এ ঘটনায় জড়িত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ’

ঘটনাটি সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য এফ এম আবদুল মঈনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীলরা গতকাল সন্ধ্যায় জরুরি বৈঠকে বসেছেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানার ওসি দেবাশীষ চৌধুরী বলেন, ‘আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আহ্বানে ঘটনাস্থলে যাই। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রনেতারা মিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ’